নিলয়বিন্দু

অয়ন রাহা

Biloybindu
by
Ayan Raha

ISBN : 978-93-92722-37-0

No part of this work can be reproduced in any form
without the written permission of the author and the publisher

© অয়ন রাহা

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ : অয়ন রাহা
অলংকরণ : শুভম ভট্টাচার্য্য

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

[১২ ডিসেম্বর, ১৯০০] সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট টমাস মার্শাল লিখছেন এক অদ্ভুত বাতাসের কথা, 'এমন তীব্র বাতাস, যা আমার শেষ কুড়ি বছরে আগে কখনো দেখিনি।' আরও লেখা আছে, 'প্রিন্সিপাল জেমস ডুকাট অস্বাভাবিক রকম ভাবে শান্ত হয়ে আছেন। বদলি হিসেবে আসা উইলিয়াম কাঁদছে।'

— মুইরহেডের মাথা ঘুলিয়ে উঠল। এ কী অস্বাভাবিক ব্যাপার! বদলি হিসেবে আসা উইলিয়াম ছিলেন একজন পোড়খাওয়া নাবিক। স্কটল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে কাঠখোট্টা, ঝামেলাবাজ হিসাবে তার প্রচুর বদনাম ছিল। এ-রকম নটরিয়াস লোক কেন ঝড় দেখে কাঁদবে?

অনুসন্ধান

[১৩ ডিসেম্বর, ১৯০০] দিনলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ঝড়টা এখনও চলছে, এবং আমরা তিন জনে প্রার্থনা করছি।'

— এখানেও মুইরহেড কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, কেন এই তিন জন অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০ ফুট উঁচুতে নবনির্মিত নিরাপদ বাতিঘরে, সামান্য ঝড় থামার জন্য প্রার্থনা করবে? তাদের তো ভয়ের কোনো কারণই ছিল না।

গ্র্যাঞ্জারের বানানো সেই বিখ্যাত ফ্লাইং সসার

ইনভেস্টিগেশন

তদন্তকারী অফিসারেরা খোঁজ করে জানলেন, গ্র্যাঞ্জার সে-দিন বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে সেই অদ্ভুত চিঠিটা লিখে খামার থেকে বেরিয়ে এক রেস্তরাঁয় যান। সেখানেই তাকে শেষবারের মতো ডিনার করতে দেখা গেছিল। তখন সাড়ে ছ-টা। সেখান থেকে গ্র্যাঞ্জার হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেলেন।

চিঠিতে উইলের উল্লেখ ছিল। অফিসারদের তাৎক্ষণিক ভাবে সন্দেহ হয়েছিল গ্র্যাঞ্জার হয়তো আত্মহত্যা করতে গেছেন। কিন্তু গ্র্যাঞ্জার তার উইলে 'মৃত্যু' এবং 'মৃত' শব্দগুলো প্রথমে লিখলেও, সেগুলোকে কেটে 'প্রস্থান' এবং 'অন্তর্হিত' শব্দগুলো বসিয়েছেন।

সত্যি বলতে গ্র্যাঞ্জারের আত্মঘাতী হওয়ার কোনো প্রবণতা তো ছিলই না, বরং গ্র্যাঞ্জার টৈলার ছিলেন এক প্রাণবন্ত মানুষ। যাই হোক পুলিশ প্রশাসন থেকে বহু খোঁজাখুঁজি করেও গ্র্যাঞ্জারের ডেডবডির সন্ধান পেল না। যেন রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে বেমালুম উবে গেলেন গ্র্যাঞ্জার।

এমনকী কেউ গ্র্যাঞ্জারকে অপহরণ করতেও দেখেনি। কেউ কোনো মুক্তিপণ

হয়ে গেছে। এই জায়গাতেও এ-রকম হিংস্র দানবের বাস। এরাই রয়েছে এত অজস্র মানুষের অন্তর্ধানের পিছনে।'

'কিন্তু আজকের স্যাটেলাইট যুগের শক্তিশালী সমস্ত ক্যামেরায় তারা ধরা পড়ে না কেন?'

'সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের মাটিতে সূর্যের আলোই পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু তারচেয়ে বড়ো কথা হল, ওরাও নিজেরাই নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছে। তাদের অন্তর্ধানও আজ রহস্য।

'বেশ ইন্টারেস্টিং তো!'

'চল আজ শোনাই কবন্ধ উপত্যকার গল্প।'

'দ্য ভ্যালি অফ হেডলেস ম্যান'

'এল ডোরাডো' নামটাই কাফি! সে যেন এক আশ্চর্য সোনার হরিণ! চোখধাঁধানো ঐশ্বর্যের খোঁজে দলে দলে মানুষ প্রাণ হাতে খুঁজে ফিরবে সোনা। কানাডায় এমনই এক উপত্যকার গল্প ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। সেখানে নদীর জলে পাওয়া গেছে সোনা। উঁচু উঁচু পর্বতের সারি। ঘন অরণ্য থেকে অপরূপ জলপ্রপাত, কী নেই

'নাহান্নি ন্যাশনাল পার্ক'-এর অপরূপ প্রকৃতি